#NEWS

ব্রেকিং নিউজ: "40 বছর বা তার বেশি বয়সের লোকেরা কেন এত দ্রুত দৃষ্টিশক্তি হারায়? কিভাবে অন্ধত্ব প্রতিরোধ করা যায়?"

 ভিজিটের সংখ্যা

বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হানজ মোরালেস দৃষ্টি সংরক্ষণের একটি উপায় আবিষ্কারের জন্য ইউরোপের ইনোভেশন ইন মেডিসিন পুরস্কার জিতেছেন। অবশ্যই, এর মিডিয়া কভারেজ আমাদের দেশে যথেষ্ট ছিল না!

এ বছর ইউরোপে অনুষ্ঠিত অপথ্যালমোলজি কংগ্রেসে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। সমস্ত দর্শক বাংলাদেশ থেকে আসা ছাত্র হানজ মোরালেসের জন্য ১০ মিনিটের জন্য প্রশংসা করেছিলেন, যিনি জার্মানিতে বসবাস করতেন এবং পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি একটি অনন্য সূত্র ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

হানজ মোরালেস একটি বিস্ময়কর ধারণা প্রদান করেছিলেন এবং এটি ইউরোপের বৃহত্তম গবেষণা কেন্দ্র দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছিল। তাঁর সূত্র ধরে ওষুধ তৈরিতে যোগ দেন নামী গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা। এখন ড্রাগ সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় এবং ভাল ফলাফল দেয়।

কিভাবে একটি নতুন ড্রাগ সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের দৃষ্টি উন্নত করতে পারেন, এবং কিভাবে এটি প্রাপ্ত করা যেতে পারে? পরের প্রবন্ধে, আপনি এই এবং অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর জানতে পারবেন।

রিপোর্টার: "হানজ, তুমি বিশ্বের সেরা মেডিকেল ছাত্রদের একজন। আপনি এই পণ্যটি তৈরি করার ধারণাটি কোথায় পেয়েছেন?"

যে ঘটনাটি আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল তা ছিল: কয়েক বছর আগে, মায়ের দৃষ্টি ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে যায়: চশমা বা কন্টাক্ট লেন্সগুলি সাহায্য করে না। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। তাকে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, এটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল যখন, কিন্তু অস্ত্রোপচারের এক সপ্তাহ আগে তাকে বলা হয়েছিল যে তার চোখের লেন্স এবং ফান্ডাসে রক্তের অভাবের কারণে তার প্রগতিশীল অন্ধত্ব রয়েছে। অর্থাৎ অপারেশন করা যাবে না।

আমার দাদীও এই কারণে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই আমি চোখের রোগ এবং তাদের নিরাময়ের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিয়ে গবেষণা শুরু করি। আমি অবাক হয়েছিলাম যখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ফার্মেসিগুলির ওষুধগুলি অযৌক্তিক এবং কেবল ব্যথাকে আরও খারাপ করে তোলে। মা প্রতিদিন ইহা পান করতেন।

গত তিন বছর ধরে, আমি এই বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করেছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি সেই পণ্যটির ধারণা নিয়ে এসেছি যা নিয়ে সবাই এখন কথা বলছে, যখন আমি চোখের রোগের প্রতিকার সম্পর্কে একটি থিসিস লেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি একটি নতুন উপায় খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু আমি ভাবিনি যে অনেকেই এতে আগ্রহী হবেন।

প্রতিবেদক: "এই প্রক্রিয়ায় আপনি কিসের মধ্য দিয়ে গেছেন?"

যেহেতু আমি আমার চিকিত্সা পদ্ধতি সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশ করেছি, তাই আমি অবিলম্বে যারা আমার আবিষ্কার কিনতে চেয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়েছি। জার্মানরা ১,২০,০০০ ইউরোর প্রস্তাব দিয়েছিল, এমনকি আমেরিকান ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানিগুলিও বড় অফার দিয়েছিল। আমি আমার নম্বর পরিবর্তন করেছি এবং সোশ্যাল মিডিয়া আর ব্যবহার করি না কারণ আমি প্রতিদিন অফার পাচ্ছি।

প্রতিবেদক: "কিন্তু আমি যতদূর জানি, আপনি ফর্মুলাটি বিক্রি করেননি?"

অবশ্যই না। আমি এটা শুধু অন্য দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোকে আরও ধনী করার জন্য করিনি। আমি যদি সূত্রটি বিক্রি করে দিই তবে কী হবে? তারা অধিকার পাবে, অন্যদেরকে ওষুধ উৎপাদন থেকে নিষিদ্ধ করবে এবং দাম বাড়াবে। আমি তরুণ, কিন্তু আমি নির্বোধ নই। এক বিদেশি চিকিৎসকের কথায়, এই ওষুধের দাম চার হাজার বাংলাদেশি টাকার কম নয়। কিন্তু কে কিনতে পারে এই দামি ওষুধ?

আমার লক্ষ্য হল যারা বাজেটের কম তারা অন্যান্য ওষুধ, সার্জারি, চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স ছাড়াই ভাল দৃষ্টি বজায় রাখার জন্য এই পণ্যটি কিনতে পারেন।

সুতরাং যখন আমি ওষুধ তৈরিতে সহায়তা করার প্রস্তাব পাই, আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যাই। আমরা অপথ্যালমোলজি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের বিশেষজ্ঞদের সাথে অংশীদারিত্ব করি। গবেষণা সম্পূর্ণ এবং ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে।